## মানুষকে ফিরিয়ে নাও

অরুণকুমার চক্রবর্তী

মানুষকে ফিরিয়ে নাও, বাংলার গ্রাম আজ মানুষ চাইছে;

বিশালাক্ষীতলা থেকে ঘোষেদের বাগান,
কালীথান থেকে দুখু নাপিতের ঘর, জেলেপাড়া থেকে
বেলতলা, শিবতলা থেকে বন্ধু মাস্টারের  চালা,
হরিসভার ঈশান কোণ থেকে হাটতলা, ভেটকিমারির চর থেকে
কানাবাঁধ পর্যন্ত আজ কোনোও মানুষের যাতায়াত নেই;

কুঁড়ে ঘরে, দাওয়ায়, দালানকোঠায়
জলে, যাসে, বিশুদ্ধ বাতাসে ও কিসের গন্ধ?

মানুষকে ফিরিয়ে নাও, এখনও সময় আছে
মানুষকে ফিরিয়ে নাও, বাংলার গ্রাম আজ মানুষ চাইছে

ফলন্ত ধানের বাগান কি মানুষের রক্ত চেয়েছিল?
ভোটের কাগজ কি মানুষের রক্ত চেয়েছিল?
সিঙ্গুরে সতেজ সবুজ শব্জিবাগান কি আট হাজার পুলিশের লাথি চেয়েছিল?
কারা এতো মানুষ পুষতে পুষতে— লিঃ লিঃ লিঃ
লেলিয়ে দিয়েছে মানুষের দিকে?

মানুষকে ফিরিয়ে নাও, মানুষকে ফিরিয়ে নাও
এ পোড়া ভারতবর্ষ আজ মানুষ চাইছে...

## চূর্ণীরা দুইবোন

পলাশকান্তি বিশ্বাস

তাসেদের দুই রানি চিড়িতন রুইতন।
ওরা দুয়ে হাসলেই হেসে ওঠে জুঁইবন।
একদিন তাস গেল উড়ে তাসখন্দে
রানিরা ভুললো নিতে শ্বাস শ্বাসরন্ধ্রে
পড়ে থাকে প্রতিনিধি চূর্ণীরা দুই বোন,
বড়োটা ছোটোকে বলে, ‘আয় তোকে ছুঁইবোন!’

## চূর্ণী ছুটি

চুর্ণী ছুটি দু’বোন ওরা।
দু’বোনকেই চিনি।
পোষাকি নাম স্রোতস্বিনী
এবং মনস্বিনী।

পানপাহাড়ে থাকে ওরা
মডার্ন স্কুলে যায়
টিফিন হলেই চক্‌লেট্ বার
মোড়ক খুলে খায়।